বিশেষ ক্রোড়পত্র

সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫

তারিখ: ০১ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকাশনা: সমবায় অধিদপ্তর

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

"সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ০১ নভেম্বর, ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সকল সমবায়ী ও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশ ও জনগণের উন্নয়নে গৃহীত যে কোনো কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সামাজিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত অপরিহার্য। সমবায়ের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ কাজটি আমরা অনায়াসে করতে পারি। সমবায় সমিতিগুলো শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠানই নয় বরং সমাজের নানাবিধ সমস্যা দূর করতে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমবায় আন্দোলনের বিকল্প নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যেতে চায়। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সমবায়ের ভূমিকা অপরিসীম।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সমবায় খাতকে আধুনিক ও গতিশীল করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্বাস করি, কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, সঞ্চয় ও ঋণদান ও কুটিরশিল্পসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে একটি আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব। আসুন, সমবায়ের চেতনাকে ধারণ করে সাম্য ও সমতায় আমরা সকলে মিলে গড়ে তুলি নতুন বাংলাদেশ।

আমি "৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস, ২০২৫" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

আজ ১ নভেম্বর, ২০২৫ দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। দেশের সকল সমবায়ী ও সমবায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জাতীয় সমবায় দিবসের এ শুভক্ষণে উষ্ণ অভিবাদন জানাচ্ছি। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন একটি পরীক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড যার বিস্তৃতি রয়েছে গ্রামীণ জনপদে, নগরজীবনে এবং সমকালীন বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে। "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর অর্থবোধক বাক্যটি একটি দেশ ও সমাজ গঠনের মৌলিক দর্শনকে তুলে ধরে। সাম্য বলতে এখানে সুযোগ ও মর্যাদার সমতা বোঝায়, আর সমতা বলতে বোঝায় সম্পদ ও ক্ষমতার সুষম বণ্টন। এই দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে সমবায় ব্যবস্থা একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল, সামাজিকভাবে সুসংগঠিত এবং নৈতিকভাবে উন্নত করে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১,৭৪,৯৩০টি সমবায়ে প্রায় ১৫,৯৫,৭৪২ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এ সকল সমবায়ের কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩৮ হাজার ১০৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সমবায় অধিদপ্তরের সকল সেবা ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্লাটফর্ম এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১০টি গ্রামে "সমবায় মডেল গ্রাম পাইলট প্রকল্প" এবং দুধের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের ৫০টি উপজেলায় "দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন একটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান। এটি ১৯৭৩ সালে দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় স্থাপন করা হয়। শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণি কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়-এর মাধ্যমে সু-সংগঠিত করে, তাদের গবাদিপশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদান ভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ৩,৮৫৮টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি এবং ১,৪৩,১৯২ জন সদস্য সংখ্যাসহ প্রায় সাড়ে ১০ লাখ সুফলভোগী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মিল্কভিটার সাথে জড়িত। বছরের প্রায় ৫(পাঁচ) লক্ষ লিটার কাঁচা দুগ্ধ সংগ্রহপূর্বক পাস্তুরাইজড করে ২২টি দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঋণ কার্যক্রমে গতিশীলতা, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস ও কৃচ্ছতা সাধন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও শৃঙ্খলা ফিরে আসায় নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ দাদন ও আদায় করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ এ ছাত্র-জনতা গণআন্দোলনের পর নারায়ণগঞ্জস্থ বিএসবিএল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স অবৈধ দখলমুক্ত হওয়ায় এ ব্যাংক আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবং বিএসবিএল এর নিয়ন্ত্রণে ব্যাবসায়িক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমবায় হলো সেই সেতুবন্ধন, যা ব্যক্তিকে সম্মিলিত শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করে। শোষণহীন, বৈষম্যহীন এবং সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। তাই দেশ গড়ার সমবায়ী এ দর্শনকে আজ অধিকতর গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে আমরা একটি সাম্য, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে গড়ে উঠা নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারি।

আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস সফল ও সার্থক হোক এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)

সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়

মুনিমা হাফিজ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের মূলে নিহিত ছিল সাম্য, ন্যায় এবং মর্যাদার এক অনিবার্য মানবিক আকাঙ্ক্ষা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুধু ভূখণ্ড পুনর্দখলের সংগ্রাম ছিল না। এটি ছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির এক ঐতিহাসিক অভিযাত্রা। তবে ঔপনিবেশিক কাঠামোতে গড়ে ওঠা এ রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সমাজে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা কিংবা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সমাজে বৈষম্য তৈরির মাধ্যমে একদলকে 'অবিশ্বাস্য ধনী' তৈরি করা ছাড়া চলতি শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আর কোনো বড়ো অর্জন নেই। উন্নয়নের যাত্রায় সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এখনো এক অব্যাহত চ্যালেঞ্জ। রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৃষ্ট এ আকাশচুম্বী বৈষম্য নিরোধে এবারের প্রতিপাদ্য "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়" খুবই প্রাসঙ্গিক।

প্রবৃদ্ধির আড়ালে বৈষম্য

জিডিপি, জিএনআই প্রবৃদ্ধিসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচক দুই দশক ধরে জানান দিচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অনুন্নয়ন ও পরনির্ভরতার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে টেকসই উন্নয়নের পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু মাথাপিছু জিডিপি একটি গড় সূচক মাত্র। মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয় বৈষম্যও বাড়তে থাকা মোটেই ইতিবাচক নয়। বাংলাদেশে বিদ্যমান বৈষম্যের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এই আয় বৈষম্য। ২০২২ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে বাংলাদেশের জনগণের আয়বৈষম্য পরিমাপক জিনি সহগের মান নির্ধারিত হয়েছে ০.৪৯৯। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর সেই জিনি সহগের মান ছিল ০.৩১। এই হিসাব বলছে স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরে বাংলাদেশ একটি 'উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশে' পরিণত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা সংস্থা ওয়েলথ এক্সের ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮তে একটি তথ্য পাওয়া যায়। ২০১২ থেকে ২০১৭ এই ৫ বছরে অতিধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির দিক দিয়ে বিশ্বের বড়ো অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলে সারা বিশ্বে ১ নম্বর স্থান দখল করেছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানার আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী ৫ শতাংশ মানুষের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের ৩০ দশমিক ০৪ শতাংশ পুঞ্জীভূত। অন্যদিকে সবচেয়ে গরিব ৫ শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র ০.৩৭ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের শেষে দেশের ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার ওপর আমানত আছে এমন হিসাবধারীর সংখ্যা ১ লাখ ১৯ হাজার। ২০০০ সালে এ সংখ্যা ছিল সাড়ে তিন হাজারের কম। এই হিসাবে মাত্র ১ লাখ ১৯ হাজার ব্যক্তি আমানতকারীর হাতে রয়েছে দেশের মোট ব্যাংক আমানতের ৪২ শতাংশ।

বাংলাদেশে আয় ও সুযোগের বণ্টনে গভীর আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজ করছে। শহর ও গ্রামের ব্যবধান যেমন প্রকট, তেমনি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও আয়ের ফারাক ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। নগরাঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়লেও গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজ সেই সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত। জমির মালিকানায় অসমতা এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের ভারসাম্যহীনতা উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে দিয়েছে, ফলে দারিদ্র্যের ঘনত্ব সেখানেই বেশি। এই বৈষম্য না প্রাকৃতিক, না অনিবার্য। এটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্ট এক অভিঘাত।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বৈষম্যের চিত্র অনুরূপ। জিডিপির ৩%–এরও কম অর্থ এই খাতে বরাদ্দ থাকায় মানসম্মত সেবা কেবল সচ্ছল শ্রেণির নাগালের মধ্যে সীমিত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আধিপত্যে স্বাস্থ্যব্যয় বেড়ে গেছে; প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ চিকিৎসা ব্যয় নিজ পকেট থেকে মেটায়, যার ফলে প্রতিবছর লক্ষাধিক পরিবার নতুন করে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারগুলোকে গড়ে ৭০% ব্যয় বহন করতে হয়, যেখানে বেসরকারি শিক্ষার খরচ সরকারি ব্যবস্থার তুলনায় বহুগুণ বেশি। এই পরিস্থিতি দেশে সামাজিক গতিশীলতাকে সীমিত করছে এবং সমতার পথে এক স্থায়ী বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈষম্যরোধে মানবিক মন্ত্র

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কমাতে বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম শিল্প বিপ্লব থেকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পর্যন্ত অসংখ্য উদ্যোগ নেওয়া হলেও সমবায় আন্দোলন বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। সমবায় আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য হলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা, সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সম্পদের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অসাম্য দূর করা। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্য সমান অধিকার ও সুবিধা পেয়ে থাকেন, যা বৈষম্য কমাতে একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই মডেলটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিসরে সফলভাবে প্রয়োগ হয়েছে। স্পেনের মন্ড্রাগন কর্পোরেশন, ভারতের আমূল এবং কানাডা ও ইউরোপের নানা কৃষি সমবায় যা সদস্যদের আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করেছে (ICA, 2020)। বাংলাদেশে দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে মিল্কভিটা দুগ্ধ সেক্টরে ন্যায্যমূল্য ও গুণগতমানের নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমবায়কে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে (UN, 2014)। জাতীয় সমবায় নীতি, ২০১২ এ সমবায়কে একটি 'মানবিক প্রযুক্তি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলন এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে মডেল হিসেবে

বাকি অংশ নিচে দেখুন

উপদেষ্টা
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

আজ ১ নভেম্বর ২০২৫, সারা দেশে যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য- "সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"- বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ঘোষিত গণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সময়োপযোগী।

সমবায় এমন এক আন্দোলন, যা মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থা ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বৈষম্য হ্রাসে সমবায় একটি কার্যকর মাধ্যম। সমবায়ের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে- একতা, সহযোগিতা, সততা, আস্থা, সেবা, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার- যা একটি বৈষম্যহীন, মানবিক ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অপরিহার্য।

দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে পুঁজিতে রূপান্তর করে বিনিয়োগ, ঋণদান, আবাসন, পুষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। একই সঙ্গে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক "ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম" শীর্ষক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সেবাসমূহ ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে, যার ফলে অনলাইনে সমবায় সমিতি নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সেবা এখন আরও সহজলভ্য হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় আইন যুগোপযোগী ও হালনাগাদকরণের প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে।

ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলতে পারি বৈষম্যহীন, আত্মনির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সাথে সকল সমবায়ীদের কাজ করে সমবায় আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং দেশব্যাপী সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
১৬ কার্তিক, ১৪৩২
০১ নভেম্বর, ২০২৫

বাণী

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়' যা সময়ের প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সমবায় মানে হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। একক ব্যক্তির সীমিত সামর্থ্যকে যখন অনেক মানুষের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে সমর্থন দেওয়া হয়, তখন গড়ে ওঠে সমবায়। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক সংগঠন নয়, এটি এক ধরনের সামাজিক দর্শন, যা মানুষকে শেখায় একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার শিক্ষা।

"সাম্য ও সমতায়, দেশ গড়বে সমবায়"- এই স্লোগানটি শুধু একটি বাক্য নয়, এটি বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এক অনন্য অঙ্গীকার। সমবায়ের মূল দর্শন হলো সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সম্মিলিত স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে রাখা। এখানে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই এক সমান অধিকার ভোগ করে। সমবায় ব্যবস্থা মানুষকে শোষণ ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করে এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে বৈষম্য একটি বড়ো সমস্যা। কেউ অনেক সম্পদশালী, আবার কেউ জীবিকা নির্বাহ করতেই হিমশিম খায়। সমবায় এই বৈষম্য কমাতে পারে। সমবায়ের প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী বিনিয়োগ করে এবং লাভ ভাগাভাগি করে নেয়। এতে ধনী-গরিব পার্থক্য দূর হয়। তাছাড়া সমবায় খামার, দুগ্ধ সমবায়, ক্ষুদ্র শিল্প সমবায় ইত্যাদির মাধ্যমে বহু মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। সম্মিলিত মূলধন দিয়ে ব্যাবসা পরিচালনার ফলে দরিদ্র মানুষও আয় বৃদ্ধির সুযোগ পায়। সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন। বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ১,৭৪,৯৩০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে প্রায় ১৫,৯৫,৭৪২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করছে। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত উপকারভোগীদের মাঝে ঘূর্ণায়মান আবর্তক তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করার মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সম্মিলিত মূলধন দিয়ে ব্যাবসা পরিচালনার ফলে দরিদ্র মানুষও আয় বৃদ্ধির সুযোগ পায়। সমবায় ভিত্তিক সমাজ গঠন করে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

(মুনিমা হাফিজ)

উপরের অংশের পর

বার্ড (বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট) প্রতিষ্ঠাতা আখতার হামিদ খানের গবেষণা এবং উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাঁর 'কুমিল্লা মডেল' নামে খ্যাত এই উন্নয়ন কাঠামো মূলত সমবায় এবং আত্মনির্ভরশীলতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যা গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর মতে সমবায়ের মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়, যা বৈষম্য কমাতে ও সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

পুঁজির দুর্বৃত্তায়ন ও সমবায় আন্দোলন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালিসমূহের মালিক জনগণ। রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা এই তিন ধরনের মালিকানা ব্যবস্থা সংবিধানে স্বীকৃত। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব মেহনতি মানুষকে, কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা।

তবে বিগত পাঁচ দশকে পুঁজিবাদী যে ব্যবস্থার গোড়াপত্তন, বিকাশ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে তা সংবিধানের সমাজতন্ত্র ও সমবায় মালিকানার আদর্শের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। রাষ্ট্রের এই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে এক নতুন ধনিক শ্রেণির সৃষ্টি করেছে, যা সমাজের বৃহত্তর অংশের জন্য ক্ষতিকর এবং সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যার উদাহরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সমবায় আন্দোলন তথা সাম্যের অর্থনীতি দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কমেছে সমবায়ের ঋণ প্রবাহ, উৎপাদন ও বণ্টনে উৎপাদনকারীর অংশগ্রহণ, বেড়েছে বেসরকারি ঋণ প্রবাহ ও সুদের দাপট।

এ বাস্তবতায় আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরটি প্রধান কার্যালয়সহ ৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা ও উপজেলা/মেট্রো কার্যালয় এবং ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত যার মাধ্যমে বিদ্যমান ১.৭৪ লক্ষ সমবায় ও ১.২ কোটি সমবায়ীকে সেবা প্রদান দুরূহ হয়ে পড়ছে।

অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান, নিরীক্ষা ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ, কর্মকর্তা ও সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী ক্ষমতায়ন, মূলধন সঞ্চয় ও স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সমবায় নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, মূল্যবোধ প্রচার, বাজার সংযোগ ও সমবায় পণ্য ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে অধিদপ্তর গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (SDG) অর্জনে সমবায় কাঠামো বিশেষভাবে কার্যকর। এর ১৭টি লক্ষ্যের প্রায় সবগুলোতেই সমবায়ের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

সেবার মানোন্নয়নে Integrated Digital Service Delivery Platform (IDSDP) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নিবন্ধন, নিরীক্ষা ও তদারকি অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। সমবায় আইন, ২০০১ এর আধুনিকায়নের উদ্যোগও চলমান। সীমিত জনবল ও বিপুল সংখ্যক সমিতি থাকা সত্ত্বেও অধিদপ্তর তার কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। বর্তমানে সমবায় সমিতির মোট কার্যকরী মূলধন ৩৮,১০৭.৮২ কোটি টাকা ও সম্পদের মূল্য ৩৮,৮১১.৮২ কোটি টাকা।

সমবায় অধিদপ্তরে বর্তমানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন : ১. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায় সম্প্রসারণ প্রকল্প- যার মাধ্যমে ৫০টি উপজেলায় ৫,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে; ২. সমবায় মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প- যা গ্রামীণ উৎপাদন ও সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করবে; এবং ৩. খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান প্রকল্প- যা ২,৫০০ জনকে দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করবে। সমবায় সেক্টরের উন্নয়নে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের স্বল্পতা এ সেক্টরের বিকাশে অন্যতম অন্তরায়।

জুলাই অভ্যুত্থানে সমতা ও ন্যায্যতার স্লোগান দিয়ে অকাতরে রক্ত দিয়েছে হাজারো ছাত্র-শ্রমিক-জনতা। তাদের দাবি, ভাষা, আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের জানা, বোঝা জরুরি। যদি আমরা তা বুঝতে পারি তবে দেশে সমতাভিত্তিক অর্থনীতির দিকে জোর দিতে হবে। যুগোপযোগী সমবায় নীতি প্রণয়ন, উন্নয়ন কৌশলে সমবায়ের আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি, নীতি সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে সমবায়কে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে কার্যকর সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো হিসেবে তৈরি করতে হবে। এখনই সময় সমবায় সেক্টরকে বাংলাদেশের সমতাভিত্তিক পুনর্গঠনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে পুনর্নির্মাণের।

■ লেখক : নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৫ উপল